দৈনিক বাংলা

199

ঢাকায় ইসলামী কারিগরি কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে জিয়া

স্বনির্ভর ইসলামী বিশ্ব গড়তে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি স্বনির্ভর ইসলামী বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী দেশসমূহের যৌথ আর্থিক ও জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শুক্রবার সকালে টঙ্গীতে ইসলামী কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, ইসলামী দেশগুলির কাছে যৌথভাবে যে আর্থিক ও জনসম্পদ রয়েছে, তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলে, আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি স্বনির্ভর ইসলামী বিশ্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হবো বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

এই অনুষ্ঠানে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব ইয়াসির আরাফাত, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব ডঃ হাবিব চাত্তি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক এবং অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান সৌদী আরবের রাষ্ট্রদূত শেখ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব ভাষণ দেন।

উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জামাল-উদ্দিন আহমদসহ মন্ত্রি পরিষদের সদস্যবৃন্দ, গবেষণা কেন্দ্র পরিচালকমন্ডলী ও কূটনীতিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ ও জনসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী জনাব আতা উদ্দিন খান।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে ঢাকায় স্থাপিত এই গবেষণা কেন্দ্র ইসলামী দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ কেন্দ্র থেকে সদস্য দেশের প্রশিক্ষণার্থিগণ দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন করে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে অর্জিত জ্ঞান অন্যান্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোককে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার উদ্যোগে ঢাকায় এ কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন করায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ এবং এ দিনকে একটি ঐতিহাসিক দিন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে ইসলামী বিশ্বের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এই গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ ইসলামী দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই কেন্দ্রের সমন্বিত ও অভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ইসলামী

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শুক্রবার টঙ্গীতে ইসলামিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জিয়া, পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত ও ইসলামিক সম্মেলনের মহাসচিব জনাব হাবিব চাত্তি অন্যান্যের সঙ্গে মোনাজাতে অংশ নেন —দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ব

(প্রথম পৃঃ পর)

দেশগুলির মধ্যেকার সহযোগিতার বন্ধন আরো সুসংহত ও জোরদার করবে। তিনি বলেন, আমরা এ কেন্দ্রকে এমন একটি অনন্য সাধারণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলবো যা হবে সারা মুসলিম জাহানের জন্য গর্বের বিষয়।

ইয়াসির আরাফাত

পিএলও চেয়ারম্যান জনাব ইয়াসির আরাফাত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, ঢাকায় এই কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন থেকেই এটা বোঝা যায় যে বাংলাদেশ শুধু এ অঞ্চলে নয়, সারা মুসলিম বিশ্বেও এক সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কেন্দ্রকে তিনি মুসলমানদের মধ্যে সংহতির নিদর্শন বলে বর্ণনা করেন।

হাবিব চাত্তি

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব জনাব হাবিব চাত্তি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশ এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কেন্দ্রের স্বাগতিক দেশ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সর্বদাই ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ কেন্দ্রের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে অনৈসলামিক দেশগুলির আচরণ আমাদের সুবিদিত। এজন্যই ইসলামী দেশগুলির লোকজনদের কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানে প্রশিক্ষণদানের জন্য এ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

জনাব চাত্তি আরো বলেন যে, ইসলামী বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণের জন্য যেসব বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর দরকার হবে তাঁদেরকে এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বের সেবায় নিযুক্তির জন্য দক্ষ করে তোলা হবে। সৌদী আরব এ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৩০ লাখ ডলার প্রদান করবে বলে তিনি জানান।

এর আগে গবেষণা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এ বি এম সফদার ও গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ রফিকউদ্দিন আহমদ অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন।

রাজধানী থেকে ১৮ মাইল দূরে টঙ্গীতে ৩০ একর জমির উপর স্থাপিত হচ্ছে এ গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৮৩ সালে এ কেন্দ্র চালু হবে।